উদয়ের পথে শুনি কার বাণী.....

আকাশ

ইন্টারনেট বাংলা-ফোরামগুলোতে আগেও বহুবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, টলারেন্স নিয়ে, ভাষা-ব্যাকরণ নিয়ে, শালীনতা- অশ্লীলতা নিয়ে। তারপরেও লেখা চলছে চলবে। ফুল বাগানে অনেক রকমের পতঙ্গরা আসে, ফুলের রেনুতে শুধু মৌমাছিরাই পায় মধুর সন্ধান। ব্যাকরণ আর বানানের যন্ত্রনায় সেই পৌর্টফলিও কৌর্স থেকে মেরীকে বলে আসছি আমার দ্বারা ইংরেজীতে রিপোর্টতো দূরের কথা একটা মিটিংয়ের মিনিটস্‌ও লেখা সম্ভব নয়। মেরী বলতেন, এখানে গ্রামার নয় সমাজ বিজ্ঞান শেখানো হয়। পৌর্টফলিও শেষ করে, সেই মেরীর হাত ধরে একদিন সত্যি-সত্যি ইউনিভার্সিটির সিড়িতে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। নার্ভাস না হওয়ার মত বুকের পাটা দিয়ে প্রকৃতি আমাকে সৃষ্টি করে নাই। এমনিতেই হাত-পা গুলো কাঁপছেতো কাঁপছেই, মিথ্যা অভিনয় করছি আমি নার্ভাস নই। এরই মাঝে আমার পার্সোনেল টিউটার কেভিন, এক গাদা বই হাতে তোলে দিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন, কার্ল-মার্কস, ভেইবার, ডারকাইম, মালকম এক্স, ফ্রয়েড, বার্টান্ড রাসেলের সাথে। আমার বাপ-দাদার কেউ কোন দিন এদের নামও শুনে নাই। ক্লাশে বসে আমি হতবাক। নামাজেও মানুষ এতো নীরব নীশ্চুপ থাকেনা। আশ্চর্য, এতো সুন্দর করে মানুষ কথা বলতে পারে? এঁরা দুই হাজার বছর আগে জম্ম নিলে এক একজন দেবরাজ, স্বর্গদুত, ফেরেস্তা, নবী-পয়গাম্বর হতে পারতেন। তিন সেমিষ্টারে বারো সাবজেক্টের কৌর্স। প্রথম সেমিষ্টারে তিনটা সাবজেক্টের ওপর আড়াই থেকে পাঁচ হাজার শব্দের এসাইন্‌মেন্ট। কেভিন ক্রাইটেরিয়া বুঝিয়ে দিলেন। আমি বল্লাম- স্যার পাঁচ হাজার শব্দ নয়, পাঁচ লক্ষ বাক্যের এসাইন্‌মেন্ট করে দেবো কোন অসুবিধা হবেনা। কেভিন খুশী হয়ে বল্লেন- আমার নাম স্যার নয় কেভিন। মাথাটা একটু নিচু করে বল্লাম- কেভিন, আমি বাংলায় এসাইন্‌মেন্ট লিখবো। হাসতে হাসতে কেভিনের চোখে জল এসে গেলো। চোখ মুছে আক্ষেপের সুরে বল্লেন-আমরা যে বাংলা জানিনা।

মেরী আর কেভিনের মত, ই-ফোরামে আমি সাক্ষাত পেয়েছি দুই লেখকের। তারা হলেন, শ্রদ্ধেয় কুদ্দুস খাঁন ও অভিজিৎ দা। দুই পাহাড়ের দুই বাসিন্দা, মাঝ খানে পৃথিবী। নবী মোহাম্মদের ধারণায় খুটি হয়ে পাহাড়গুলো পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছে যেন পৃথিবী হেলে-দোলে ভেঙ্গে না পড়ে। আসলে পাহাড়গুলো সৃষ্টির যেমন ইতিহাস আছে, আছে সৌরজগত, পদার্থ-বিদ্যা, অর্থ-বিদ্যা, অর্থনীতি পুজিবাদেরও ইতিহাস। পদার্থ-বিদ্যা, অর্থনীতি দুটোতেই অংকের যতসব ভেজাল। মা কচুর তৈরী তরকারী আমার গলায় কোনদিনই ঢোকাতে পারেননি। গলা চুলকানো কচুর তরকারী হয়তো হজম হয়ে যেতো, কিন্তু অংক আমার মগজে হজম হবার নয়। সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশ করতাম, অংক মুখস্ত করে পাশ করার চেষ্টা করে ধরা পড়েছি। অজিৎ বাবু গণিতের যে পৃষ্ঠা থেকে অংকের প্রশ্ন লিখে আনতেন, আমার গণিতে সেই পৃষ্ঠার ছায়াটাও কোনদিন দেখি নাই। বাড়ীর পাগলা কুকুরটাকে এতো ঘৃণা করতাম না যত বেশী ঘৃণা করতাম পুঁজিবাদ শব্দটাকে। সেই অংকের জটিল বেড়াজাল ছিন্ন করে, কঠিন শব্দের জঠলা ভেদ করে, আমার মতো বেয়াড়া পাঠকদের কথা মনে রেখে, যথাসাধ্য সহজ সরল ভাষায় অভিজিৎ দা, ষ্ট্রীং থিয়রী আর কুদ্দুস সাহেব আমাদের সামনে নিয়ে এলেন পুজিবাদ থিয়রী। ষ্ট্রীং থিয়রী অভিজিৎ দা না লিখে অন্য কেউ লিখলে, অনেক আগেই আমার

ব্রেইনের স্ট্রীং গুলো ছিড়ে যেতো, আর পড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে ওপথে আর কোনদিন ভুলেও পা মোড়াতাম না। এখন মনে হয় গ্রামের কলা বেপারী বদই দাদা, যার সম্বল বলতে শুধু আট হাত লম্বা একখানা ছনের ঘর ছিল, যিনি জীবনে কোনদিন স্কুলের আঙ্গিনায় পা ফেলেন নি, আর আজ কয়েক কেদার জমির মালিক, তিনিও পুজিবাদী থিয়রী পূর্ণ না হলেও কিছুটা জানতেন। 'গায়ের জোর নয়, প্রযুক্তি ও উন্নতি অর্থনৈতিক প্রক্রীয়াই বিশ্ব নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার' (কুদ্দুস খান, ডঃ বিপ্লব পালের 'বিদেশী নীতির উপাদান কি' এর প্রতি-উত্তরে?) খোঁজ নিতে হবে কার্ল-মার্কস কি এমনটি কোথাও বলেছেন। বার্টান্ড রাসেলের 'পাওয়ার' আর কার্ল-মার্কসের 'ক্যাপিটাল' যদি হয় তর্কের বিষয় বস্তু তাহলে এবার বিপ্লব-দা কি নিয়ে আসেন, গভীর আগ্রহে তার প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম। এখানে বিপ্লব-দা, রায়হান ও তাসমিনাকে দুটো কথা বলতে চাই। ই-ফোরামে গোটা দু-এক ইসলাম পন্থী মহিলা লেখক আছেন, তাদের কোন লেখার উত্তর বা প্রতিবাদ করতে যাবেন না। বেশী মনঃকষ্ট হলে অরণ্যে রোদন করে কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করুন, তবু ওদিকে যাবেন না। আর ভুলেও কখনো পাঁচ 'ম' এর খপ্পড়ে পড়বেন না। দুই জনের তিরোধান হয়েছে বহু কাল পূর্বে। ভগবান মনু ও পয়গাম্বর মুহাম্মদ। তারা আছেন কোরআন-হাদীসে ও মনু-সংহিতায়। বাকি তিন 'ম' এর সন্ধান পাবেন ই-ফোরামে। মহিউদ্দিন, মুশফিক প্রধান ও মোস্তফা কামাল। আকাশে কোন সূর্য্য, তারা-নক্ষত্র আজও জন্মে নাই যে, এদেরকে সত্য ও আলোর পথ দেখাতে পারে। নোংরামী আর মিথ্যাচার এদের ধর্ম। সদালাপে প্রকাশিত মোস্তফা কামালের একটি সাম্প্রতিক লেখাই (সংখ্যা গরিষ্ঠরা মিথ্যুক নাকি শেখ হাসিনা) প্রমানের জন্য যতেষ্ঠ। লেখক শেখ হাসিনাকে অশ্লীল ভাষায় শুধু গালি-গালাজ করেই ক্ষান্ত হোন নি, অপমান করেছেন আমাদের মুক্তি-যোদ্ধের চেতনা ও সংবিধানকে।

মহিলা-লেখকদের মধ্যে যার নাম উল্লেখ না করে মনে শান্তি পাচ্ছিনা, তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয়া বন্যা আহমেদ। তাঁর সাবলীল ভাষা, হাতের সুলেখা, শব্দ-বিন্যাস আমার ঈর্ষার কারণ হয়। পাঠকদেরকে যেন হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন অজানা এক গভীর গহনে, যেখানে জম্ম নিয়েছিল আমাদের আদি পুরুষ পৃথিবীর সর্ব প্রথম মানব প্রজাতিটি। 'আমরা এলাম কোথা থেকে' লেখাটি লেখিকা ইচ্ছে করলে ইংরেজীতে লিখতে পারতেন। কিন্তু তাতে অগণিত বাংলাভাষী পাঠক তাঁর জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা থেকে বঞ্চিত হতো। আরেকজন প্রীয় লেখক মেজবাহ্ উদ্দিন। তাঁর কলমের খোঁচায় শুনতে পাই গ্রাম বাংলার ৬৪ হাজার গ্রামের, ৯৪ কোটি মানুষের পদ-ধ্বনি। আব্দুর রহমান আবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ অনেক পুরনো। খানিকটা ফাটল ধরিয়ে দিলেন তাঁর সম্প্রতি সদালাপে লেখা 'টেরোরিষ্ট এ্যাটাক' লিখে। চতুর লেখক, ব্যাখ্যা করেণ নি কৌতুকটার মূল উদ্দেশ্য কি? তবে একটা কথা পরিস্কার বলেছেন, তার অডিয়েন্স শুধু সদালাপ। ইনটারনেটে না দিলেই পারতেন। তবে কি সমালোচনা প্রত্যাশা করেণ? কৌতুকের 'পাকিস্থানী টেরোরিষ্ট' কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে এর আসল চেহারা।

পড়া যাদের অভ্যেস, সৌখিন পাঠক সুযোগ পেলেই পড়েন। পড়ে তারা কখনো আহত-ব্যথিত হয়ে কাঁদেন, আবার কখনো আনন্দিত হয়ে পুলকিত মনে একা-একা হাসেন। অন্তত আমার বেলা এরকম হয়েছে তাই অনুমান করছি হয়তো এ পথে আমি একা নই। লেখকদের সাথে পাঠকদের মতবিনিময়, ঐক্যমত-ভিন্নমত, কৃতজ্ঞতা, ও প্রতিবাদ করার সুযোগ করে দিয়েছে ইন্টারনেট বাংলা-ফোরামগুলো। ফোরামগুলো থেকে অনেক কিছু শুধু শিখিই নাই, অশুদ্ধ শব্দে,

অগোছালো বাক্যে অনেক না-বলা কথা ফোরামে বলেও ফেলেছি। ইন্টারনেট বাংলা-ফোরামগুলো না থাকলে আমার মত চুনো-পুটি লেখকের লেখা, নিজের পকেট থেকে পয়সা দিলেও কোন পত্রিকা গ্রহন করতোনা। মনের আনন্দ, বেদনা, রাগ-ক্ষোভ বুকেই জমা হতে থাকতো। শুদ্ধভাবে কথা না বলতে পারলে বোবার মত হয়ে থাকতে হবে, মনের ভাব প্রকাশ করা যাবেনা, এই নিষেধাজ্ঞায় আমার চিরদিনই অবজেক্শন। কমপিউটার নিজের থেকে অনেক সময় আপার কেইস্, লোয়ার কেইস্, ক্যাপিটাল লেটার তৈরী করে নেয়। কিছু লেখকদের লেখায় বিশেষ করে ‘ি’ ‘ী’ ‘র’ ‘ড়’ ‘চ’ ‘ছ’ ‘গ’ ‘ঘ’ ‘স’ ‘শ’ এর ব্যবহারে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় ভুল ব্যবহারের কারণে শব্দের অর্থ শুধু বদলায়না বরং উল্টো অর্থটাই বুঝায়। ‘ঘর’ কোনভাবেই ‘গড়’ হয়না, ‘পড়া’ ‘পরা’ হয়না, ‘আশা’ ‘আসা’ হয়না, ‘ভাষা’ ‘বাসা’ হয়না, ‘পানি’ ‘পাণী’ হয়না। কিন্তু আমাদের পাঠকদের লেখার বিষয়বস্ত বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ দেখিনা। গাছের রূপ নয় ফলটাই তো আসল, তাইনা? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমার শ্রদ্ধেয় ডঃ জাফর উল্লাহ সাহেব, (কুদ্দুস সাহেব যাকে গুরু বলে ডাকেন) এ বিষয়টা উত্থাপন করে থাকেন। নিজের অজান্তে, ভুলে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, অবহেলায় যেভাবেই হউক তাঁরই লেখায় অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। লিখিত এ্যটাচমেন্টটি ফোরামে পাঠানোর আগে দু-একবার চোখ বুলায়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জাফর উল্লাহ সাহেব নিজেই বলেছেন- এই ভিন্নমতে যদি বিভিন্ন মতের আদান-প্রদানের দ্বারা আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে তাহলে না-ইবা শুনলাম কিছু নিন্দা বা কঠুকথা (ভিন্নমতে ছুঁতোর কেত্তন)। বাংলায় রাম মোহন রায়ের নবজাগরণের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই কাঁচা হাতের লেখকদেরকে বস্তুনিষ্ট তর্কে এগিয়ে আসার জন্য তাঁর বহু লেখায় অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি মনে করি প্রকাশের মাঝেই অশুদ্ধ শোধনের পথ খোঁজে পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত জঙ্গলের চেয়ে কুসুমহীন বাগান ভাল, ফুল একদিন ফুটতেও পারে। ই-ফোরামগুলোতে এক একটা উজ্জল নক্ষত্র হয়ে আবির্ভাব হচ্ছে নবীন লেখকগণ। রায়হান ও তাসমিনা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এক একটা মহা-বিস্ফোরণ, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরী। মুক্ত-মনা নবীনদের বজ্র-কঠিন হুংকারে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে জগদ্দল, পাহাড়সম ধর্ম ও কুসংস্কারের প্রাচীর। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বজুড়ে আজ আমরা যে চিৎকার ধ্বনি শুনছি, তা আর কিছু নয়, সর্বশেষ ধর্মের অন্তেষ্টিক্রীয়া সাধনের সময় উপনীত। এ তার মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙ্গানী, তার সর্বশেষ আর্তনাদ। এসো নবীনেরা এসো। তোমাদের মনের মত করে গড়ে তোলো তোমাদেরই সুন্দর পৃথিবী।